দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পে স্কেলে ভার্সিটি ও বিসিএস শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষার কাজ চলছে ॥ শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড না থাকলেও পে স্কেলে সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার বিষয়ে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, আমি শিক্ষা পরিবারের কর্মী। শিক্ষকরা মর্যাদার সঙ্গে যাতে যার যার আসনে যেতে পারেন, সেজন্য আমরা কাজ করছি। আমরা আশা করব, তারা পাবেন। এদিকে পে স্কেলে অন্তর্ভুক্তির পর এবার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নজরদারির আওতায় আনতে সরকারী উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। আর নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের কাগজের মান খারাপ (২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন).

পে স্কেলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হলে, সংশ্লিষ্টদের জরিমানা গুনতে হবে।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংলাপে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি শ্যামল সরকার। সঞ্চালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, টাইম স্কেলের মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার যে সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিএস শিক্ষকরা পেতেন, নতুন বেতন কাঠামো হওয়ার পর তা কিভাবে দেয়া যায় সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে আমাদের কাজ চলছে, অনেকগুলো বিকল্প প্রস্তাব এসেছে। এটা চূড়ান্ত হলে আপনারা জানতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে প্রথম থেকেই এসব বিষয়ে তার কথা হয়েছে। শিক্ষকরা তাকে বলেছেন, টাইম স্কেল উঠে গেলে তারা বঞ্চিত হবেন। কারণ এর মাধ্যমেই তারা উচ্চতর স্তরে যেতে পারতেন। বেতন বৈষম্য দূরীকরণ কমিটিতে আলোচনা হয়েছে, আমরা কিভাবে তাদের সুযোগটাকে রক্ষা করতে পারি, এটা কিভাবে তারা পেতে পারেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে